তারিখ . . 10.1 NOV .2015...
পৃষ্ঠা ..৮.... ... কলাম.... .৪......

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা ■ ড. রহিমা খাতুন

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা মানব সভ্যতার প্রধান সোপান। আমাদের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষ গড়ে তুলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকাবাসীর আর্থিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এ বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করায় এর ব্যবস্থাপনা সরকারি বিধি বিধানের আওতায় চলে আসে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। তারমধ্যে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি।

বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য এসএমসি বা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ব্যতীত কিংবা সভাপতির অনুপস্থিতিতে দু'জন সদস্যের স্বাক্ষর ব্যতীত উপজেলা শিক্ষা অফিসে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাসিক রিপোর্ট গ্রহণ করা হয় না। মাসিক রিপোর্ট দেখে শিক্ষকদের বেতন ভাতার বিল অনুমোদন করা হয়। অন্যদিকে, বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সামগ্রিক উন্নয়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। কিন্তু কমিটির অনেক সদস্যই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। আবার, অনেক সদস্য নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হলেও দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে নিবেদিত নন। অনেকেই এসএমসির মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন না। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে, অনেক সময় কমিটির সদস্যদের বাড়ি গিয়ে তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। এসব কারণে কোন কোন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তি, শিশু জরিপ, ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং বিদ্যালয়ে সীমিত পরিসরের উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের আওতাভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ এ দায়িত্ব পালনে নিজেদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত না করায় বিদ্যালয়ের প্রত্যাশিত উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার শতভাগ শিশু ভর্তির ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্য আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখতে পারছেন না। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের সময় বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের যে ধরনের আগ্রহ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষার উন্নয়নে তাদের অনেকের মধ্যে অনুরূপ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। ফলে বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে; অভিভাবকরা তাদের শিশুদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েন। তাই বিদ্যালয়গুলো অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সহায়ক ভূমিকার পরিবর্তে কর্তৃত্বমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এতে শিক্ষকগণ তাদের মর্যাদার প্রশ্নে ব্যথিত হন এবং শিক্ষা প্রদানে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। ফলে শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দায়সারা গোছের পাঠদান করেন। অর্থাৎ শিক্ষকগণ নিজেদেরকে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে অসহায় মনে করেন এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অনেক বিদ্যালয়ে নামে মাত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। প্রধান শিক্ষক সভা আহবান করলে বেশির ভাগ সদস্য সভায় অনুপস্থিত থাকেন। তারা বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিষয়ে তেমন খোঁজখবর রাখেন না। এ ধরনের নিষ্ক্রিয় কমিটি বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়ন তথা মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না। ফলে বিদ্যালয়টি শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ বিষয়টিও প্রত্যাশিত নয়। কারণ, এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়।

সবার জন্য শিক্ষা
ক
অ
১

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তিনজন মহিলা সদস্য থাকার বিষয়টি বাধ্যতামূলক। শিক্ষক প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও মহিলা শিক্ষকের অগ্রাধিকার রয়েছে; কারণ মা হচ্ছেন শিশুর প্রথম অভিভাবক। মায়েরা মায়েদের বাড়ি গিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুদের খোঁজখবর নিতে পারেন। কিন্তু বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিকাংশ মহিলা সদস্যই সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন না।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর বিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক সুপারভিশন করেন। শ্রেণি পাঠদানের মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেন। তারপরও শিক্ষার গুণগত মানে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসছে না। বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে দেখা যায়, যেসব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় এবং বিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষকদের সহযোগিতা করেন সেসব বিদ্যালয়ে একদিকে যেমন শিশুদের উপস্থিতি বেশি অন্যদিকে ফলাফলও তুলনামূলকভাবে ভালো। সুতরাং, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য যে কোন মূল্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বা এসএমসিকে আরও সক্রিয় করা অতীব জরুরী।

এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ এবং এসএমসি বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সচেতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাব না। স্থানীয় জনগণ সচেতন না হলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে অগ্রগতি সাধিত হবে না। যেহেতু অনেক সদস্যই তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত নন সেহেতু বৎসরে অন্তত দু'বার কমিটির সকল সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে প্রতিটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

বর্তমান আইন অনুযায়ী বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সভাপতি/সদস্য পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে বা কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য এসএমসির সদস্য সচিব প্রতিমাসের সভার কার্যবিবরণী, উপস্থিত/অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা উপজেলা শিক্ষা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে পারেন। উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভায় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে কমিটি ভেঙে দিয়ে/ কোন সদস্য পদ বাতিল করে দিয়ে নতুন কমিটি/ নতুন সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিটি গঠনের সময় বিদ্যালয়ের কেচম্যান্ট এলাকার ন্যূনতম স্নাতক/সমমান সম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত ও সৎ ব্যক্তিদেরকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। শিক্ষকগণের বিদ্যালয়ে আন্তরিকতার সহিত কাজ করার উৎসাহ প্রদান ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এসএমসি'র কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আন্তরিক ও সক্রিয় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন বিকল্প নেই।

● লেখক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী